সমকাল

7 FEB 2017

শরীয়তপুরে ৩৯ পরীক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত

শরীয়তপুর প্রতিনিধি

শরীয়তপুরের নড়িয়া মজিদ জরিনা ফাউন্ডেশন স্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্রে এসএসসি পরীক্ষায় ভুল প্রশ্নপত্রে বাংলা দ্বিতীয় পত্র পরীক্ষা নেয়ায় ৩৯ পরীক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। কেন্দ্র সচিব বলছেন, হল সুপারের অসতর্কতার কারণে এ ঘটনা ঘটেছে। কক্ষ পরিদর্শক ও হল সুপারকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেয়া হয়েছে। ডেপুটি কন্ট্রোলারকে বিষয়টি জানানো হয়েছে। জেলা প্রশাসক বলছেন, বিষয়টি আমাকে জানানো হয়নি। জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

ভুল প্রশ্নপত্রে এসএসসি পরীক্ষা

শরীয়তপুরের নড়িয়ায় মজিদ জরিনা ফাউন্ডেশন স্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্রে এসএসসি পরীক্ষার্থী সায়মা আকতারসহ একাধিক ছাত্রী জানান, চলতি বছরের এসএসসি পরীক্ষায় শরীয়তপুরের নড়িয়া উপজেলার নড়িয়া-২ কোড ৫৪৬, মজিদ জরিনা ফাউন্ডেশন স্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্রে গত ৫ ফেব্রুয়ারি বাংলা দ্বিতীয় পত্র পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রের ১২১ নং কক্ষে পালং উচ্চ বিদ্যালয়ের ১২ জন, পঞ্চপল্লী গুরুরাম উচ্চ বিদ্যালয়ের ১১ জন ও শহীদ সামাদ উচ্চ বিদ্যালয়ের ১৬ জনসহ ৩৯ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নেয়। যার রোল ৪৫৫৯৩ থেকে ৪৫৫৯৪৩, ৯৫৬১১৯ থেকে ৪৫৬১২৯ পর্যন্ত, ৪৫৯৯৯ থেকে ৪৫৬০১৪ পর্যন্ত। কক্ষ পরিদর্শক ইকাদুল সেক ও আনোয়ার হোসেন হল সুপার বিজয় কুমার মণ্ডল ও কেন্দ্র সচিব ফরিদ আল হোসাইনের অসতর্কতা ও গাফিলতির কারণে ২০১৭ সালের রচনামূলক প্রশ্নপত্রের পরিবর্তে ২০১৬ সালের পুরনো রচনামূলক প্রশ্নপত্র সরবরাহ করা হলে পরীক্ষার্থীরা তাড়াহুড়া করে ভুল প্রশ্নপত্রেই পরীক্ষা দেয়। পরীক্ষা শেষে পরীক্ষার্থী ও শিক্ষকদের মধ্যে এ ভুল ধরা পড়লে এ নিয়ে জানাজানির পর কেন্দ্র সচিব স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে না জানিয়ে শুধু ঢাকা বোর্ডের উপপরীক্ষা নিয়ন্ত্রক তারেক বিন আজিজকে জানান। নিজেদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত ভেবে বিষয়টি সাংবাদিকদের জানান পরীক্ষার্থীরা। ধীরে ধীরে বিষয়টি জানাজানি হয়ে প্রশাসন পর্যন্ত পৌঁছায়। তাদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে বিবেচনার সঙ্গে খাতা দেখার জন্য পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকদের সুদৃষ্টি কামনা করেন পরীক্ষার্থীরা।

মজিদ জরিনা ফাউন্ডেশন স্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্রে এসএসসি পরীক্ষার্থীর অভিভাবক ফারুক খান বলেন, আমার মেয়ে ২০১৭ সালের পরীক্ষার্থী। তাকে ২০১৬ সালের পুরনো প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা নেয়া হয়েছে। তাতে মেয়ের পরীক্ষা খারাপ হয়েছে। আমি আমার মেয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে শংকিত। এ বিষয়ে বিবেচনার জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে জোর দাবি জানান তিনি।

কক্ষ পরিদর্শক ইকাদুল সেক বলেন, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মিটিং করে বলেছেন পরীক্ষার আগে প্রশ্নপত্র দেখা যাবে না। এ কারণে আমরা প্রশ্নপত্র দেখিনি। পরীক্ষার পরে পরীক্ষার্থীদের কাছে জেনে কেন্দ্র সচিবকে জানিয়েছি। হল সুপার বিজয় কুমার মণ্ডল বলেন, পরীক্ষা শুরুর আগে ভুলবশত ২ সেট প্রশ্নপত্র ১২২ নং কক্ষে চলে যায়। পরবর্তীতে নতুন করে ১২১ নং কক্ষে প্রশ্ন পাঠানো হয়। সেই প্রশ্নপত্রই ছিল ২০১৬ সালের। অসতর্কতার কারণেই এটা হয়েছে। কেন্দ্র সচিব ফরিদ আল হোসাইন বলেন, হল সুপার বিজয় কুমার মণ্ডলের অসতর্কতার কারণে পুরনো প্রশ্নপত্রে ৩৯ জনের পরীক্ষা নেয়া হয়েছে। আমি জানার পর ঢাকা বোর্ডের উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রককে জানিয়েছি। তিনি আমাকে শতভাগ নিশ্চিত করেছেন, পরীক্ষার্থীদের কোনো ক্ষতি হবে না। এ বিষয়ে তিনি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন। এ ছাড়া কক্ষ পরিদর্শক ও হল সুপারকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়েছি। জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা নলিনী রঞ্জন রায় বলেন, এ বিষয়ে আমি কিছুই জানি না। আমাকে জানানো হয়নি। শরীয়তপুরের জেলা প্রশাসক (ভারপ্রাপ্ত) জাহাঙ্গীর হোসেন বলেন, আমাকে জানানো হয়নি। এ ঘটনার জন্য দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে।